জীবনমুখী গান

লেখকঃ অলোক ভঞ্জ
যোগাযোগঃ akbhanja@gmail.com

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গান শোনার জন্য কানই যথেষ্ট, কিন্তু গান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য কান ছাড়াও আরো কিছু চাই। প্রয়োজন গান শোনার মত পরিবেশ, হৃদয় ও মন। যে গান মনকে নাড়া দেয়, হৃদয়ে দোলা আনে সেইতো প্রকৃত গান। তবে হৃদয় তো আর ঘড়ির পেন্ডুলাম নয় যে সামান্য টোকা মারলেই দোল খাবে। হৃদয়ে দোলা লাগানো সহজ কথা নয়। জীবনে যা কিছু ভালো-মন্দ, চাওয়া পাওয়া, দেওয়া নেওয়া সবই তো অন্যের হৃদয়কে নাড়া দেওয়া বা ছুঁতে চাওয়ার চেষ্টা বই আর কিছু নয়। হৃদয়কে নাড়া দেবার অনেক রকম উপায় বা মাধ্যম আছে, তাদের মধ্যে গানই হল এমন এক গণমাধ্যম যা অতিপ্রচলিত এবং যথেষ্ট কার্যকরী, তাই জীবনে গানের গুরুত্ব অনেকখানি। গান শুনতে গেলে যেমন কানই যথেষ্ট নয়, তেমন শুধু গানই সব কিছু নয়, গানের মধ্যে থাকা চাই কথার গুরুত্ব, সুরের মূর্ছনা, আর সর্বোপরি কথা ও সুরের সাবলীল মিশ্রণ আর পরিবেশনকারীর নৈপুণ্য ও আন্তরিকতা। এই সব কিছুর ঠিকঠাক তালমেল বা সামঞ্জস্য না হলেই গান আর গান থাকে না, স্লোগান হয়ে যায়।

জীবন আর ঘড়ির কাঁটা কখনও থেমে থাকে না, তাই সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আজ যা ভাল কাল তা ভাল নয়, কাল যা ছিল দৃষ্টিকটু আজ তা যুগোপযোগী। এই পরিবর্তনশীল জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গানেরও পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক এবং এসেছেও। গান তার কাব্যিক ভাষার খোলস ছেড়ে মুক্ত মনের চলমান ভাষায় আজ প্রাণময়। "জনম দুঃখী আমি একজনা" গানের যুগ আজ বদলে গেছে, সবাই এখন আনন্দ আর খুশিতে মেতে থাকতে যায়। জীবনের দুঃখ-বেদনা, সে তো অদৃশ্য অন্তর্বাসেরই মত চিরদিন জীবনের অঙ্গে লেপটে থাকবে, তাই বলে দেহটাকে রঙিন পোশাক-আশাকে ঢেকে রাখতে বাধা কোথায়? এই মানসিকতার উপর ভর করেই নতুন প্রজন্মের গানের আগমন, যা জীবনমুখী গান হিসাবেই প্রচলিত এবং খ্যাত।

কেন তা জীবনমুখী? তবে কি মরণমুখী গানও হয়? এসব আমাদের জানার কথা নয়, সেসব তত্ত্বকথায় না যাওয়াই ভাল। আমরা সাধারণ মানুষ গোদা বাংলায় এটুকু বুঝি, যেহেতু ঐসব গান দৈনন্দিন জীবনের কথা বলে তাই হয়ত জীবনমুখী। এই ধরণের গান মূলতঃ কথা কেন্দ্রিক, বর্তমান জীবনের নানান সমস্যার কথা মানুষের কাছে সহজ ভাষায় তুলে ধরা ও মানুষকে ভাবিয়ে তোলাই এই গানের উদ্দেশ্য, অনেকটা লেখক বা সাহিত্যিকদের মতনই, তবে মাধ্যম আলাদা। গানের মাধ্যমের সবচেয়ে বড় প্লাস-পয়েন্ট, ভাবনাগুলো খুব সহজেই একইসঙ্গে অনেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

আজকের নতুন প্রজন্ম যারা এতদিন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল তারাই আবার জীবনমুখী বাংলা গানের মনমাতানো সুর ও কথার টানে বাংলার মূলস্রোতে ফিরে আসতে চাইছে এটাই তো বড় প্রাপ্তি।